সিনেমাটোগ্রাফি

সন্তোষ সেন

করুণা প্রকাশনী কলকাতা - ৯

সিনেমাটোগ্রাফি
গ্রন্থস্বত্ব
সন্তোষ সেন

প্রথম প্রকাশ ঃ
বই মেলা— ১৪০৬
২৬/০১/২০০০

প্রকাশক ঃ
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ পরিপল্পনা ও বিন্যাস ঃ
লেখক

মুদ্রক ঃ
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণি
কলকাতা - ৬

শব্দগ্রন্থন ঃ
কিউটেক সিস্টেমস্
৩/৪ এস.এম.আলি রোড
বারাকপুর, ২৪-পরগণা (উঃ)

স্থির আলোকচিত্র ঃ

মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা

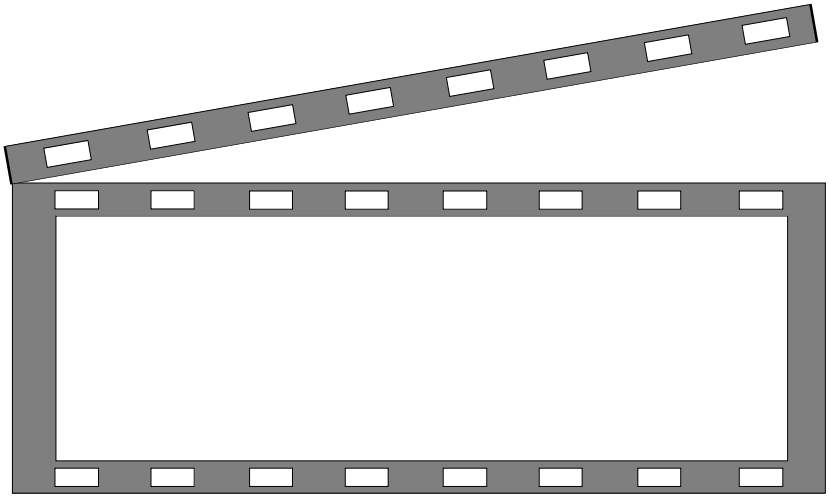

।। নিবেদন ।।

একজন সহকারী সিনেমাটোগ্রাফারকে এক ধনী কন্যে ভালোবেসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বিয়ে করে দাবি করেছে—'আমাকে মাসে অন্তত একদিন কলেজ স্ট্রীট, বইপাড়ায় নিয়ে যেতে হবে ।'

হে প্রেম, আমার ঘরে লক্ষ্মী হয়ে এসো ।

১৯৮১ সালে আমি ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনেমাটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশনে **'অবজার্ভার'** হবার জন্যে আবেদন করেছিলাম। দু'বছর ঘোরাঘুরি করেছিলাম তৎকালীন সম্পাদকের কাছে ।—'আজ আসুন, কাল আসুন,— আমাদের মিটিং হবে...' আমি ধৈর্যের পরীক্ষায় পাশ করতে পারিনি । তবে, বুঝেছিলাম মিটিং-টিটিং-এর গোপন রহস্যে জন্মবৃত্তান্তে গণ্ডগোল । জানি না এরা আয়নাতে কার মুখ দেখে ! সন্তানের জন্যে কোন পৃথিবীর স্বপ্ন গড়ে !

তুমি কি বেসেছ ভালো ?

তারপর, ১৯৮৯ সালে ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ একদিন স্টুডিওতে গেছি এবং সিনেমাটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশনের নতুন ঘর দেখে কৌতূহলবশত হঠাৎই অ্যাসোসিয়েশনে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলাম আমার আবেদনের কথা । খোঁজখবর হলো। ফাইলে আমার আবেদনপত্র নেই । যদিও ইতিমধ্যে একাধিকবার **'অবজার্ভার'** নেওয়া হয়ে গেছে । আমাকে আবার আবেদন করতে বলা হলো । আবেদন করলাম, পরীক্ষা হলো । ১৯৯০ সালে অবজার্ভার, '৯১ সালে সহকারী সিনেমাটোগ্রাফার হলাম। '৯৫ সাল থেকে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করেছি ।

চরৈবেতি চরৈবেতি...

যেহেতু চলচ্চিত্র একান্তভাবেই পরিচালকের সৃষ্টিকর্ম, তাই একটা সার্থক চলচ্চিত্রের যাবতীয় প্রশংসা প্রাপ্য পরিচালকের। কিন্তু ভুললে চলবে না, চলচ্চিত্র একটা যৌথ শিল্প মাধ্যমও বটে । এই কারণেই চলচ্চিত্রের সার্থকতা নির্ভর করে চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত সব কলা-কুশলীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নিটোল দলগত সংহতির উপর । যেমন বিতর্কিত সমালোচক জন সীমন, যাঁর সঙ্গে মতের মিল না হলেও যাঁর লেখা সব সময়েই আমরা ভালোবাসি, তিনি ভিল গট জে ম্যান-এর 'L-136, Diary with Ingmar Bergman' বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন—'তুচ্ছ কেউ নয়, ছোটখাট যাঁদের ভূমিকা রয়েছে তাঁরাও।'

কিন্তু কী আশ্চর্য, এ যাবৎ 'পথের পাঁচালী'র পরিচালক হিসাবে সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে যত আলাপ আলোচনা হয়েছে তার কানাকড়ি অংশও আলোচনা হয়নি আলোকচিত্রী সুব্রত মিত্র, শিল্প-নির্দেশক বংশী চন্দ্র গুপ্ত, সম্পাদক দুলাল দত্ত এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ অন্যান্য কলা-কুশলীদের নিয়ে । কে বেশী আলোচিত—পথের পাঁচালীর সংগীত পরিচালক রবিশংকর, না সেতারবাদক রবিশংকর ? ইদানীং শিল্প-নির্দেশক বংশী চন্দ্র গুপ্তকে নিয়ে কিছু হৈ-চৈ হয়েছে । কারণ, তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই । এই দেশের এটাই নীতি । এর জন্য দায়ী কে ? আমাদের অবৈজ্ঞানিক চলচ্চিত্র আন্দোলন । চলচ্চিত্র চর্চা । যদি আমরা প্রকৃত চলচ্চিত্র বোদ্ধাই হবো, তবে কেন আজও বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী-মার্কা চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্র-পত্রিকায় অনালোচিত র'য়ে যাবেন আলোকচিত্রী, শিল্প-নির্দেশক, সম্পাদক, রূপ-সজ্জাকার, পোশাক পরিকল্পনাকারী, সংগীত পরিচালক ? এই ঘটনা কি এটাই প্রমাণ করে না, আমরা নিজেদের যতটা প্রকৃত চলচ্চিত্র বোদ্ধা ভাবি আসলে কিন্তু তা নয়! আজও আমাদের চলচ্চিত্রবোধ অসম্পূর্ণ এবং সাহিত্য-ধর্মী মার্কা ।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত যাবতীয় শিল্প-মাধ্যমগুলো সম্বন্ধে পরিচিত হতে না পারলে, জ্ঞান অর্জন না করলে, কখনই চলচ্চিত্রের মত একটা যৌথ শিল্প-মাধ্যম সম্বন্ধে পরিপূর্ণ বোধ, চলচ্চিত্রের ভাষা আয়ত্ত করা যায় না । সার্থক চলচ্চিত্রবোধ অর্জনের জন্য প্রয়োজন আলোকচিত্র, শিল্প-নির্দেশনা, রূপসজ্জা, পোশাক পরিকল্পনা, সংগীত পরিচালনা, সম্পাদনা সহ চলচ্চিত্রের

সঙ্গে জড়িত যাবতীয় বিষয়গুলির শৈল্পিক ব্যবহার এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করা । ভাবতে অবাক লাগে, ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ 'চলচ্চিত্র সমীক্ষা' এবং পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র কেন্দ্র—'নন্দন' 'সিনেমার শতবর্ষে ভারতীয় সিনেমা' নামে যে সংকলন দু'টো প্রকাশ করছে, তাতে চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত অনেক বিষয় আলোচিত হলেও, কোন লেখা নেই চলচ্চিত্রে আলোকচিত্রায়ণের বিষয়ে! নেই কোন সিনেমাটোগ্রাফারের লেখা ! অথচ আলোকচিত্রকে অবলম্বন করেই চলচ্চিত্রের জন্ম । আশার কথা সম্প্রতি 'চলচ্চিত্রের চালচিত্র' শিরোনামে নন্দন যে সংকলটি প্রকাশ করেছে তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে একাধিক সিনেমাটোগ্রাফারের রচনা।

আরও আশ্চর্যের বিষয়—প্রথমে, ভারতীয় চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকা পেতেন দশ হাজার টাকা আর শ্রেষ্ঠ সিনেমাটোগ্রাফারকে দেওয়া হতো পাঁচ হাজার টাকা। সরকার জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছবির পরিচালক, প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রীকে চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রণ জানায় কিন্তু সিনেমাটোগ্রাফার বা অন্য প্রধান কলা-কুশলীরা আমন্ত্রিত হন না । আজও কোন ভারতীয় ভাষায় সিনেমাটোগ্রাফি সম্বন্ধে কোন মৌলিক বই নেই । কতটুকু আলোচনা হয়েছে পদ্মশ্রী এবং হাওয়াই আন্তর্জার্তিক চলচ্চিত্র উৎসব কর্তৃক প্রদত্ত 'ইস্টম্যান কোডাক পুরস্কার '৯২ প্রাপ্ত একমাত্র এশিয়াবাসী সিনেমাটোগ্রাফার সুব্রত মিত্র সম্বন্ধে ? আজও কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীমিত্রকে সম্মানসূচক 'ডি.লিট' প্রদান করে নিজেদের গৌরবান্বিত করেনি। কারণ, সিনেমাটোগ্রাফি যে একটা ভাষা, শিল্প-ভাষা, চলচ্চিত্রের ভাষা এটা বোঝার মত বোধ আজও কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উপলব্ধি করতে পারেনি ।

হে বুদ্ধিজীবী, হে সমালোচক, হে দর্শক, হে চলচ্চিত্রপ্রেমী !

নিজের পরিচয়ের উত্তরে 'সিনেমাটোগ্রাফার' বললে, শিক্ষি ত-অশিক্ষি ত উভয়েই 'হাঁ' হয়ে যায় !

কে সিনেমাটোগ্রাফার ? যিনি সিনেমার পর্দায় সুন্দরভাবে দিন রাতের ছবি ফুটিয়ে তোলেন ? যিনি জনপ্রিয় ছবির চিত্রগ্রাহক? যিনি অনেক, অনেক ছবির চিত্রগ্রাহক ? নাকি যাঁর আলোকচিত্রায়ণে দুঃসংবাদের চিঠি পড়তে-পড়তে আলো থেকে মলিন অন্ধকারে দাঁড়ায় চরিত্র, আবার সুসংবাদের চিঠি পড়তে-পড়তে অন্ধকার থেকে আলোতে আসে ? ক্যামেরাম্যানের সীমা অতিক্রম করে সিনেমাটোগ্রাফার হতে হলে সৃষ্টি করতে হবে আলোর ভাষা ।

আলো আমার আলো...

কোন ভারতীয় ভাষায় সিনেমাটোগ্রাফি বিষয়ক কোন মৌলিক পূর্ণাঙ্গ বই আছে কিনা আমি জানি না । আমার ভাবতে ভালো লাগে, আমি বিশ্বাস করি, যাঁরা সিনেমাটোগ্রাফি চর্চা করেন, করবেন, তাঁদের আমার বই সমৃদ্ধ করবে, ভাবাবে । আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, আমার অক্ষ মতা, অজ্ঞানতা, সীমাবদ্ধতার বৈজ্ঞানিক সমালোচনা করে আমাকে, সিনেমাটোগ্রাফি প্রেমিকদের সমৃদ্ধ করুন ।

স্বাগতম্ ।

যে পরিচালক সিনেমাটোগ্রাফিতে নিজস্ব অক্ষ মতাবশত-ইগোতে সিনেমাটোগ্রাফারকে লাঞ্ছিত, অপমানিত করার জন্য নিজের ছবির ক্ষ তি করতেও দ্বিধা করেননি, তিনি...

টলিউডে, বলিউডে অনেক রকম সিনেমাটোগ্রাফার এবং অনেক রকম পরিচালক আছে । এক ধরনের সম্পাদক আছে, যারা ঠাণ্ডা ঘরে বসে পরিচালককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে এবং বুঝিয়ে দেয় যে, সিনেমাটোগ্রাফার কী যা-তা ভুল করেছে । পরিচালক কি বুঝতে পারেন না সম্পাদক পক্ষ ান্তরে তাঁরই নিন্দা করছে ! অতঃপর, পরিচালক এবং সম্পাদক দু'জনে মিলেই সিনেমাটোগ্রাফারের নিন্দা করেন । ফ্রেমে কাটার এবং লাইট ঢুকে গেছে বলে একজন পরিচালক অভিযোগ করেছেন সহকারী আলোকচিত্রীর বিরুদ্ধে ! আবার টিভি সিরিয়ালের এক প্রযোজক অভিযোগ করেছেন সিনেমাটোগ্রাফার নাকি দিনকে রাত, রাতকে দিন করে ফেলেছে ! পরিচালক মনিটরে কী দেখে শট 'ও.কে.' করেছিলেন ?

হলিউড তো পৃথিবীর বাইরে না ।

অনেকেরই সহযোগিতার ফসল 'সিনেমাটোগ্রাফি' । মানস বিশ্বাস, অসীম কর্মকার, শ্রী প্রণব কর্মকার পাণ্ডুলিপি তৈরী করে দিয়েছেন । বিড়লা একাডেমি, গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের পাঠাগারে এবং সন্দীপন সরকার, অরুণাভ ঘোষ, শান্তি নাথ এর কাছে ওল্ড মাস্টারদের ছবির বই দেখেছি । তথ্য সংগ্রহ করেছি 'আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার ম্যানুয়াল' এবং অধ্যাপক

চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত-এর 'পদার্থ বিজ্ঞান' বই থেকে।
চতুর্থ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব '৯৮ যাওয়ার পথে ট্রেনের আলাপে হিন্দু স্কুলের তরুণ শিক্ষক তুষার কান্তি সামন্ত এবং দীপেন্দ্র নাথ ঘোষ যদি 'সিনেমাটোগ্রাফি' সম্বন্ধে উৎসাহী এবং আগ্রহী না হতেন....
'কিউটেক সিস্টেমস্'-এর অনুপ কুমার ঘোষ আর মধুরা বসুর সহৃদয় সহযোগিতা না পেলে এই বই-এর কম্পোজ বোধহয় কোনদিনই শেষ হতো না।
ক্যামেরার ছবি দিয়েছেন 'ইমেজ ইণ্ডিয়া'র তত্ত্বাবধায়ক সবার হিতৈষী শ্রীদিলীপ ঘোষ।
ঋণী আমি, চিরঋণী ।
অভিনন্দন পঞ্চম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব '৯৯ । পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র কেন্দ্র—নন্দন, ১০ থেকে ১৭ই নভেম্বর পঞ্চম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব বিশ্রুত সিনেমাটোগ্রাফার সুব্রত মিত্রকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য আয়োজন করেছিল তাঁর পূর্বাপর ছবির বিশেষ প্রদর্শনী—'লুক থ্রু' । কোন চলচ্চিত্র উৎসব এযাবৎ কোন চলচ্চিত্র টেকনিশিয়ানকে সম্মানিত করার জন্য তাঁর ছবির প্রদর্শনী আয়োজন করেছে এই রকম ঘটনা আমার জানা নেই। উন্মোচিত, বিকশিত হলো চলচ্চিত্র উৎসবের আর এক দিগন্ত—স্বাগতম্।
পঞ্চম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব '৯৯-এর পর ২৭ শে নভেম্বর 'মুমবাই আকাদেমি অব মুভিং ইমেজেস' (এম এ এম আই) সংস্থাও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছে সুব্রত মিত্রকে ।
চলচ্চিত্রের শতবর্ষ উপলক্ষে ১৯৯৪ সালে ১১/১২ই নভেম্বর, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনেমাটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশন যে উৎসব আয়োজন করেছিলেন, সেই অনুষ্ঠানে সুব্রত মিত্র-এর প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য —একটা তাম্রপাত্র, যার গায়ে লিখেছিলাম—যাঁরা আলোকচিত্রায়ণে ভারতীয় সিনেমাটোগ্রাফি আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত, সম্মানিত—এই রকম কিছু। সঙ্গে দিয়েছিলাম আমার প্রিয় দুটো বই পরিতোষ সেন-এর 'আলেখ্য মঞ্জরী' এবং শঙ্খ ঘোষ-এর 'কবিতার মুহূর্ত' আর একখণ্ড খাদি সিল্ক-এর পাঞ্জাবীর কাপড় । এই সামান্য উপহারটুকুই ছিল শ্রীমিত্রের প্রতি আমার আন্তরিক নিবেদন ।
অত্যন্ত আনন্দের, গৌরবের বিষয়, সম্প্রতি 'রোটভিশন' প্রকাশনী থেকে বিশ্রুত সিনেমাটোগ্রাফারদের লেখা 'Cinematography—Screen Craft' শিরোনামে যে সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছ, তার একজন লেখক সুব্রত মিত্র ।
'সিনেমাটোগ্রাফি' প্রকাশের জন্য 'পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র কেন্দ্র-নন্দন', 'ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ' এবং একশো বছরেরও বেশী সময় ধরে সিনেমাটোগ্রাফির উন্নতিকল্পে নিবেদিত—ইস্টম্যান কোডাক, 'কোডাক ইণ্ডিয়া লিমিটেড' সহ নামী-দামী, অনামী অনেক প্রকাশকের কাছে আবেদন করেছি । বইপাড়া, প্রকাশকদের সংলাপ—'বাংলা বইয়ের বাজার খুব খারাপ / সিনেমাটোগ্রাফি ! সেটা আবার কী ? / পাঁচ বছর পর যোগাযোগ করবেন / দুইশো বই বিক্রির দায়িত্ব নিতে হবে/ ছাপার অর্ধেক খরচ দিতে হবে / কত দেবেন ? / প্রকাশক হয়েছি, লেখকদের শোষণ করব না ? / ছাপাবো, তবে এখন পয়সা নেই . . .

আমাকে কিছু দিতে হবে না কিন্তু ভালোভাবে ছাপতে হবে এই শর্তে 'সিনেমাটোগ্রাফি'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে একদিন গেলাম 'দীপায়ন প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রী সলীল সাহার কাছে। তিনি বললেন—আমরা বিশ্বজ্ঞান ভাণ্ডার সহজ অনুবাদে নতুন প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছি। 'সিনেমাটোগ্রাফি' পড়তে দিলেন তাঁর পারিষদ বর্গের একজন—অসীমবাবুকে। অসীমবাবু জানালেন—সব ঠিক আছে । আমি তো টেকনিক্যাল কিছু বুঝি না, তবে ভূমিকাতে প্রকাশকদের সম্বন্ধে যা লিখেছেন, বাদ দিয়ে দেবেন । আচ্ছা, আলো আর সাহিত্য বিষয়ে যে উদাহরণগুলি দিয়েছেন, সেগুলি শুধুমাত্র ক্লাসিক লেখকদের রচনা ব্যবহার করলে হয় না ? সলিল বাবু বললেন—আচ্ছা, আপনার চিত্রনাট্যটা বাদ দিয়ে একটা ক্লাসিক ছবির চিত্রনাট্য ছাপা যায় না ? পূজোর আগেই আপনার বই ছেপে দেবো । কথা দিলাম ।

আহা ঃ সন্তোষ, মানুষ আছে, সত্যি আছে । এতদিন তুমি ঠিক সময়ে, ঠিক লোকের কাছে পৌঁছাতে পারনি । আমার শুভানুধ্যায়ী দাদা, শুভব্রত দাস সলিলবাবুর চেহারার বর্ণনা শুনে বললেন—'এই ধরনের মানুষ খুব ভাল হয়, হেল্পফুল হয়। দেখবেন, সলিলবাবু আপনাকে খুব সাহায্য করবেন । আপনি মিলিয়ে নেবেন ।' —জ্যোতিষী !

হঠাৎ ই-টিভির ডাকে আমি চলে গেলাম হায়দ্রাবাদে, 'সিনিয়র প্রোডিউসর' পদে ইন্টারভিউ দেবার জন্য । ই-টিভি বাংলা দেখেন, কেমন লাগে, মুখ্য প্রযোজকের এই প্রশ্নের উত্তরে বললাম—টেলিফিল্মগুলি ভাল, কিন্তু কথা সর্বস্ব । চিত্রকল্পের উপর জোর দেওয়া দরকার । নন ফিকশন-এ প্রচুর কাজ করার, বৈচিত্রের সুযোগ আছে । তবে, 'সোপান'-এর জনপ্রিয়তার বিজ্ঞাপনে ব্ল্যাকারের চিত্রকল্প ই-টিভির পক্ষে অসম্মান জনক । 'যৌনতার সংস্কৃতি' বিষয়ক একটা অনুষ্ঠান করা যেতে পারে । আমার মাথায় ছিল ধ্রুবপদ, যৌনতা সংখ্যা । মুখ্য প্রযোজক কী বুঝেছেন জানি না । কলকাতায় ফিরে সলিলবাবুকে বললাম উনি বললেন,—তাহলে তো আপনাকে পাওয়া যাবে না । কাজটা করে ফেলতে হয় তাড়াতাড়ি । কিন্তু পাণ্ডুলিপি তো আপনাদের একজন বয়স্ক সহকারী ক্যামেরাম্যানকে পড়তে দিয়েছি। তাঁর নাম কিন্তু বললেন না । এরপর বেশ কয়েকবার ফোন করে জানতে পারলাম এখনো পাণ্ডুলিপি ফেরৎ আসে নি। আরো বেশ কিছুদিন পর 'দীপায়ন'-এর অফিসে সলিলবাবু জানালেন—সহকারী সিনেমাটোগ্রাফার তাঁর মতামত জানিয়েছেন। 'সিনেমাটোগ্রাফি' নাকি দশ বছর আগে প্রকাশ করলে ঠিক হতো । এখন ছবিই হচ্ছে না, 'সিনেমাটোগ্রাফি' কে কিনবে ? অতএব ... বিশ্বজ্ঞান ভাণ্ডার বিতড়নকারী সলিলবাবু বামফ্রন্ট জিতেছে বলে ওনার তৃণমূলী, কংগ্রেসী পারিষদবর্গসহ আমাকে একদিন বেগুনী খাওয়ালেন কিন্তু 'লস' করে তো ব্যবসা করা যায় না ! কত রকম প্রগতি ! মার্কসবাদ → থিসিস অন্টিথিসিস সিনথিসিস ।

সলিল বাবু, একটা ছেলে একবুক স্বপ্ন নিয়ে ইন্ড্রাষ্ট্রিতে এসেছিল । আজ তার অনেকগুলি দাঁত পড়ে গেছে কিন্তু এখনও ক্যামেরা অপারেট করার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি । একজন সহকারী ক্যামেরাম্যান-এর মুখের ঝালে আপনি নিজের নাক কাটলেন ? আগামী প্রজন্মকে বিশ্বজ্ঞান ভাণ্ডার বিতড়ন করার আপনিই একমাত্র যোগ্য লোক । এগিয়ে যান, আপনার জয় হোক । সলিলবাবু জিন্দাবাদ । দল ও মত নির্বিশেষে ।

কী আর করা যাবে, কেউ যদি ডাক শুনে না আসে ! না ডাকে ! উত্ত না দেয় ! দূর্নীতির অহংকারে, ক্ষ মতা বলে মানুষকে মানুষ মনে না করে—'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন অনেকদিন আগে।

একলা চল, একলা চল রে...সুকান্তর কবিতা অবলম্বনে। আচ্ছা, মৃত্যু মানে কী ?

প্রায় সব মানুষই নিজের অপরাধের দায়িত্ব নিতে পারে না বলে অনেকবার মরমে মরে গিয়েও পাইপ, সিগারেট, বিড়ি টানতে টানতে, খইনি টিপতে টিপতে, পান চিবুতে-চিবুতে বেঁচেবর্তে থাকে । বাঁচা ! আমি মরে গেলে আমার বুকের উপর থাকবে না গীতা ! থাকবে আমার বই। আহা, এমন মৃত্যুর স্বাদের স্বপ্নে কে আর বাঁচে ! বই হয়ে আছি । বই হয়ে বাঁচা !

'জীবনে সকলের তরে ভালো করে
পেতে হলে এই অবসন্ন ম্লান
পৃথিবীর মতো
অম্লান অক্লান্ত হয়ে
বেঁচে থাকা চাই ।'

।। সিনেমাটোগ্রাফি ।।

১।	মুভি ক্যামেরা	৯
২।	লেন্স	১৭
৩।	ফিল্ম	২৪
৪।	ফিল্টার	২৭
৫।	মুভি এক্সপোজার	৩৭
৬।	ডেভেলপমেন্ট	৪৪
৭।	নেগেটিভ	৫১
৮।	গ্রেডিং / প্রিন্টিং	৫২
৯।	ফ্রেম	৫৫
১০।	কম্পোজিশান ও চলচ্চিত্রের ভাষা	৫৯
১১।	ছবির রেখা	৬৪
১২।	ফোটোমিতি	৬৬
১৩।	আলো ঃ আলোকায়ন	৭০
১৪।	দিনে রাতের দৃশ্য গ্রহণ	৮০
১৫।	বর্ণালী ও বর্ণার্থ	৮২
১৬।	মেকবেথ কালার চেকার	৮৬
১৭।	চিত্রকলার আলোকে সিনেমাটোগ্রাফি	৮৯
১৮।	সাহিত্যের আলোকে সিনেমাটোগ্রাফি	৯২
১৯।	শট	১০৫
২০।	চলচ্চিত্রায়ণের ধারাবাহিকতা	১০৭
২১।	ক্যামেরার অক্ষ	১১০
২২।	পরিচালক বনাম সিনেমাটোগ্রাফার	১১৫
২৩।	লাইট স্কীম বনাম পরিচালক, এবং...	১১৭
২৪।	সিনেমাটোগ্রাফি—সত্যজিৎ রায় এবং সুব্রত মিত্র	১২০
২৫।	আমি একটাই কাজ পারি—সিনেমাটোগ্রাফি	১২৭
২৬।	সিনেমাটোগ্রাফি—ভাবনা বনাম সৃজনশীলতা	১৩০
২৭।	সাধারণ সেনসিটোমেট্রি	১৩৪
২৮।	অবজার্ভার	১৪৪